সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের জানা প্রয়োজন

গ্রন্থ পরিচিতি ও এর বিন্যাস

সহজ বাংলায় আল-কুরআনুল কারীমের অত্র গ্রন্থখানির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১-২৫ পারা) আয়াতের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সূরা আহকাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত (শেষ ৫ পারা) অনুবাদ ও টীকা ছাড়াও সংক্ষিপ্ত তাফসীর রয়েছে। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে শেষের ৫ পারায় ৬৯টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে মাক্কী সূরাই ৫৪টি। দীন ইসলামের আলোকে ব্যক্তি গঠনের জন্য মাক্কী সূরার তাৎপর্য অধিক। তাই শেষ ৫ পারার সূরাগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর লেখা হয়েছে। বিশাল তাফসীর পড়া যারা কঠিন মনে করেন তারাও যাতে তাফসীরের সারকথা জেনে নিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই সার-সংক্ষেপ রচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়ার তাওফীক দিয়েছেন– এটা আপনার উপর মহান রাব্বুল আলামীনের বিরাট রহমত। সূরা আর-রাহ্‌মানের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সকল দয়ার অধিকারী যিনি, তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" অর্থাৎ, কুরআন শিখতে পারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়া।

এ গ্রন্থ পড়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি জরুরি পরামর্শ

১. 'কুরআনের আসল পরিচয়' শিরোনামে শুরুতেই যে লেখাটি আছে তা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিন। তাহলে কুরআনের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যাবে এবং কুরআন বোঝা সহজ হবে।

২. প্রত্যেক সূরার অনুবাদের আগে বাংলায় সূরাটি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা ভালো করে পড়ে নিন এবং অনুবাদ পড়ার সময় সেসব কথা খেয়ালে রাখুন।

৩. অনুবাদ পড়ার আগে কমপক্ষে এক রুকূ' সুরের সাথে স্পষ্ট উচ্চারণে তিলাওয়াত করলে ভালো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরেলা আওয়াজে তিলাওয়াত করার তাকিদ দিয়েছেন। নীরবে এক আয়াত করে পড়েই যদি অনুবাদ পড়া হয়, তাহলে তিলাওয়াতের পূর্ণ স্বাদ পাওয়া কঠিন হবে।

৪. তিলাওয়াত শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করুন এবং কুরআন বোঝার তাওফীক চেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন বোঝার ও মজা পাওয়ার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সহজ বাংলায়

আল-কুরআনের অনুবাদ

(সংক্ষিপ্ত তাফসীর-সহ)

তৃতীয় খণ্ড

[সূরা আল-আহক্বাফ থেকে সূরা আন-নাস]

পারা ২৬ - ৩০

কয়েকজন খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলারের
সমন্বিত উদ্যোগ

সবুজপত্র

সূরা নির্দেশিকাসহ সূচিপত্র: তৃতীয় খণ্ড

[সূরা আল-আহক্বাফ থেকে সূরা আন-নাস]

নং	সূরার নাম		নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা	পৃষ্ঠা
৪৬	আল-আহক্বাফ	اَلْاَحْقَاف	মাক্কী	৩৫	৪	২৬	৮৬৭
৪৭	মুহাম্মাদ	مُحَمَّد	মাদানী	৩৮	৪	২৬	৮৮০
৪৮	আল-ফাতহ	اَلْفَتْح	মাদানী	২৯	৪	২৬	৮৯৪
৪৯	আল-হুজুরাত	اَلْحُجُرَات	মাদানী	১৮	২	২৬	৯১২
৫০	ক্বা-ফ	قٓ	মাক্কী	৪৫	৩	২৬	৯২২
৫১	আয-যারিয়াত	اَلذّٰرِيَات	মাক্কী	৬০	৩	২৬-২৭	৯৩০
৫২	আত্ব-ত্বূর	اَلطُّوْر	মাক্কী	৪৯	২	২৭	৯৪২
৫৩	আন-নাজম	اَلنَّجْم	মাক্কী	৬২	৩	২৭	৯৫৪
৫৪	আল-ক্বামার	اَلْقَمَر	মাক্কী	৫৫	৩	২৭	৯৬৮
৫৫	আর-রাহমান	اَلرَّحْمٰن	মাদানী	৭৮	৩	২৭	৯৭৯
৫৬	আল-ওয়াক্বি'আহ	اَلْوَاقِعَة	মাক্কী	৯৬	৩	২৭	৯৯২
৫৭	আল-হাদীদ	اَلْحَدِيْد	মাদানী	২৯	৪	২৭	১০০৪
৫৮	আল-মুজাদালাহ	اَلْمُجَادَلَة	মাদানী	২২	৩	২৮	১০২১
৫৯	আল-হাশর	اَلْحَشْر	মাদানী	২৪	৩	২৮	১০২৯
৬০	আল-মুমতাহিনাহ	اَلْمُمْتَحِنَة	মাদানী	১৩	২	২৮	১০৪০
৬১	আস-সাফফ	اَلصَّفّ	মাদানী	১৪	২	২৮	১০৪৮
৬২	আল-জুমুআহ	اَلْجُمُعَة	মাদানী	১১	২	২৮	১০৫২
৬৩	আল-মুনাফিক্বূন	اَلْمُنَافِقُوْن	মাদানী	১১	২	২৮	১০৫৭
৬৪	আত-তাগাবুন	اَلتَّغَابُن	মাদানী	১৮	২	২৮	১০৬২
৬৫	আত্ব-ত্বালাক্ব	اَلطَّلَاق	মাদানী	১২	২	২৮	১০৬৯
৬৬	আত-তাহরীম	اَلتَّحْرِيْم	মাদানী	১২	২	২৮	১০৭৬
৬৭	আল-মুলক	اَلْمُلْك	মাক্কী	৩০	২	২৯	১০৮৪
৬৮	আল-ক্বালাম	اَلْقَلَم	মাক্কী	৫২	২	২৯	১০৯১
৬৯	আল-হাক্কাহ	اَلْحَآقَّة	মাক্কী	৫২	২	২৯	১১০০
৭০	আল-মা'আরিজ	اَلْمَعَارِج	মাক্কী	৪৪	২	২৯	১১০৫
৭১	নূহ	نُوْح	মাক্কী	২৮	২	২৯	১১১১
৭২	আল-জিন	اَلْجِنّ	মাক্কী	২৮	২	২৯	১১১৬
৭৩	আল-মুযযাম্মিল	اَلْمُزَّمِّل	মাক্কী	২০	২	২৯	১১২৪
৭৪	আল-মুদ্দাচ্ছির	اَلْمُدَّثِّر	মাক্কী	৫৬	২	২৯	১১২৯
৭৫	আল-ক্বিয়ামাহ	اَلْقِيَامَة	মাক্কী	৪০	২	২৯	১১৩৮
৭৬	আদ-দাহর	اَلدَّهْر	মাদানী	৩১	২	২৯	১১৪৫
৭৭	আল-মুরসালাত	اَلْمُرْسَلَات	মাক্কী	৫০	২	২৯	১১৫১
৭৮	আন-নাবা	اَلنَّبَأ	মাক্কী	৪০	২	৩০	১১৫৭

৪৬. সূরা আল-আহক্বাফ

আয়াত-৩৫, রুকূ'-৪, মাক্কী

নাম: সূরার ২১নং আয়াতের একটি শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল: এ সূরার ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি নবুওয়াতের দশম বছরের শেষ দিকে অথবা এর পরের বছরের শুরুতে নাযিল হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি: নবুওয়াতের দশম বছরটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে চরম কঠিন বছর ছিল। কুরাইশদের সব গোত্র মিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা হাশেমী বংশকে 'শি'বে আবী তালিব' নামক এক উপত্যকায় তিন বছর বন্দীদশায় রেখেছিল। গোটা মক্কাবাসী তাদেরকে বয়কট করে রেখেছিল। ঐ উপত্যকার বাইরে থেকে কোনো খাবার এমনকি পানি পর্যন্ত ভেতরে যেতে দেয়া হয়নি। ফলে গোটা হাশেমী বংশের লোকদের কষ্টের সীমা ছিল না।

আল্লাহ! আল্লাহ! করে যখন এ কঠিন অবরোধ থেকে তিন বছর পর মুক্তি পাওয়া গেল, তখন মাত্র দু মাসের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে আপন দুজন লোক ইন্তিকাল করেন– প্রথমে তাঁর চাচা আবূ তালিব এবং পরে বিবি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

তাঁর চাচা ছোটবেলা থেকেই পিতার স্নেহ দিয়ে তাঁকে লালন-পালন করেছেন এবং নবুওয়াতের দশটি বছর কুরাইশদের বিরোধিতার মুকাবিলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে মযবুত ঢালের ভূমিকা পালন করেছেন।

আর তাঁর বিবি একদিকে নিজের ব্যবসায়ের সমস্ত ধন-সম্পদ নবুওয়াতের মিশন পালনে খরচ করেছেন, অপরদিকে তিনি নবুওয়াতের শুরু থেকে সকল আপদ-বিপদে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির প্রধান উৎস ছিলেন। এ কারণেই এ বছরটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমুল হুযন' (বেদনাদায়ক বছর বলে) উল্লেখ করতেন।

এ দুজন প্রধান সহায়ক ব্যক্তিত্ব বিদায় হওয়ার পর কুরাইশরা আরও জোরেশোরে বিরোধিতায় লেগে গেল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতই বিরক্ত করতে লাগল যে, ঘর থেকে বের হওয়াই মুশকিল হয়ে গেল।

মক্কার ময়দান সংকীর্ণ হওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় আশা নিয়ে তায়েফ গেলেন। দীনের দাওয়াত কবুল না করলেও তায়েফবাসীরা তাঁকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে বলে মনে করে বনূ সাকীফের সরদারদের কাছে গেলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়েফ থেকে বের করে দিল এবং ফিরে আসার সময় দুষ্ট ছেলেরা তাঁকে পাথর মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল।

রক্তমাখা অবস্থায় ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আল্লাহর নবী তায়েফের বাইরে এক বাগানের দেয়ালের ছায়ায় বসে আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে দু'আ করতে লাগলেন। আকাশে মেঘ ছেয়ে গেছে মনে করে উপরের দিকে তাকালে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখলেন। তিনি বললেন, 'হে রাসূল! তায়েফবাসীদের ব্যবহার আপনার রব দেখেছেন। তায়েফের পাহাড়গুলোর জিম্মাদার ফেরেশতাকে তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা হুকুম করতে চান করুন।' তখন ফেরেশতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আপনার হুকুম পেলে পাহাড়গুলো দিয়ে তাদেরকে পিষে মেরে ফেলব।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, 'না, আমার আশা যে, এদের ঘরেই আল্লাহর বান্দাহ সৃষ্টি হবে।'

এরপর তিনি 'নাখলা' নামক এক জায়গায় কিছুদিন রইলেন। এরই মধ্যে কোনো একদিন তিনি নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করার সময় একদল জিন ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কুরআন শুনে তাঁর উপর ঈমান আনল এবং নিজেদের কাওমে গিয়ে ইসলামের তাবলীগ শুরু করল।

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে জানালেন, মানুষ আপনার দাওয়াত কবুল না করলেও জিনেরা তা কবুল করে এ দাওয়াত জিন জাতির মধ্যে ছড়াচ্ছে।

এ সূরার আলোচ্য বিষয়: মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। কাফিররা যে গুমরাহির মধ্যে ডুবে আছে, এর মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে তাদের ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাদের ধারণা যে, রাসূলের দাওয়াত সত্য হলে সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা অবশ্যই কবুল করত। কিয়ামত, আখিরাত, পুরস্কার ও শাস্তির কথা পুরনো কাহিনীমাত্র। তাদের প্রতিটি ভুল ধারণা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে এবং কুরআনের ডাকে সাড়া না দিলে তাদের কী দশা হবে, তার বিবরণও দেয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন তা তাঁর রচনা নয়; স্বয়ং ঐ আল্লাহ এ কিতাব নাযিল করেছেন– যিনি এমন মহাশক্তিশালী, তাঁর কথা অমান্য করলে এর পরিণাম থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। মহান কৌশলী হিসেবে তাঁর কিতাবে যেসব হুকুম রয়েছে, তা তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্যই দিয়েছেন। তাঁর কোনো কথাই ভুল বা ক্ষতিকর নয়।

তিনি আসমান ও জমিন অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এর পেছনে বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে। এ দুনিয়া চিরদিন থাকবে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আরেক দুনিয়া তৈরি করা হবে, যেখানে সবার হিসাব-নিকাশ নিয়ে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

এ সৃষ্টিজগৎ সত্যসহকারে বা সত্যতার সাথে সৃষ্টি করার কথা বহু সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ বড়ই ব্যাপক।

মানুষকে ভালো ও মন্দের চেতনা দিয়ে সৃষ্টি করে তাদেরকে যেমন খুশি তেমন দুনিয়ায় চলার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। গোটা সৃষ্টিজগৎকে তাদের মর্জিমতো ব্যবহার করার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানুষ তার জীবনে যা করে এর ভালো ও মন্দ ফল অবশ্যই আছে। এটাই যুক্তি ও ইনসাফের দাবি যে, যিনি এসব মানুষকে দিয়েছেন তিনি একদিন এর হিসাব নেবেন। ভালো ও মন্দের পরিণাম এক হতে পারে না। তাই সত্যতার সাথে এ বিশ্বসৃষ্টির অর্থ গভীরভাবে বুঝতে হবে।

প্রথম অর্থ হলো– আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি শিশুর খেলনা ঘর তৈরি করে আবার ভেঙে ফেলার মতো খেলাচ্ছলে এ দুনিয়া সাজাইনি। এক সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। ঐ উদ্দেশ্য কে, কতটুকু পূরণ করল তা অবশ্যই আখিরাতে যাচাই করা হবে।

দ্বিতীয় অর্থ হলো– আল্লাহ বলছেন, আমার গোটা সৃষ্টি হক, ইনসাফ ও যুক্তির ভিত্তিতে নির্মিত। বাতিলের কোনো ভিত্তি নেই। তাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে হককে অবহেলা করে চললে পরিণামে অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

তৃতীয় অর্থ হলো– সারা জাহান সত্যিই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সবকিছুর উপর তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এ সত্যের উপরই কায়েম আছে। এখানে আর কারো স্থায়ী ক্ষমতা নেই। যাকে তিনি যেটুকু যতদিনের জন্য দেন এর বাইরে কেউ কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

৪-৬নং আয়াতে শিরকের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি দেখানো হয়েছে। আল্লাহর সাথে শরিককৃত অন্য কোনো শক্তি ও ব্যক্তি তাঁর কোনো গুণ বা কাজের অংশীদার নয়। কিন্তু অংশীদার মনে

পরাজিত করতে পারবে না; বরং আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের এ কথা বোঝা উচিত যে, যিনি আসমান-জমিন এত সহজে সৃষ্টি করলেন, তিনি মানুষকে পরকালে আবার জীবিত করে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতাও রাখেন।

৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, আজ কাফিররা আখিরাতের কথা যতই অবিশ্বাস করুক, যখন তাদেরকে দোযখের সামনে হাজির করে জিজ্ঞেস করা হবে যে, এখন বল এটা সত্য কি না– তখন আল্লাহর কসম করে স্বীকার করবে যে, এটা বাস্তব সত্য; কিন্তু তখন স্বীকার করে কোনো লাভ হবে না। স্বীকার করতে হলে দুনিয়াতেই করা উচিত। তাহলে দোযখের আযাব থেকে বাঁচার উপায় হবে।

সূরার শেষ আয়াতটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার কাওমের ব্যবহারে সবর করুন, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন। এমনটা কামনা করা ঠিক হবে না যে, হয় তারা জলদি ঈমান আনুক আর না হয় আল্লাহর আযাব আসুক।

এখন তারা দুনিয়ার মজা লুটতে মত্ত থাকায় দোযখের কোনো পরওয়া করছে না বটে; কিন্তু যখন সত্যিই তা দেখতে পাবে তখন ভয়ের চোটে দুনিয়ার দীর্ঘ জীবনটাও সামান্যক্ষণই মনে হবে।

এসব কথা তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হলো। যারা তা কবুল করবে এবং সত্যপথে চলবে তাদের ধ্বংস হওয়ার ভয় নেই। একমাত্র নাফরমানরাই ধ্বংস হবে।

সূরা [৪৬] আল-আহক্বাফ, মাক্কী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[পারা-২৬]

১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২. মহা শক্তিশালী মহান কৌশলী আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব নাযিল হয়েছে।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. আমি আসমান ও জমিন এবং এ দুটোর মধ্যে যা আছে তা সত্যতার সাথে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু যারা কাফির তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করা সত্ত্বেও তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।	مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾
৪. (হে রাসূল!) এদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তাদের কথা কি কখনো ভেবে দেখেছ? তারা দুনিয়াতে কী কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে একটু দেখাও তো। অথবা আসমান (সৃষ্টিতে) কি তাদের কোনো হিস্যা আছে? তোমরা যদি (তোমাদের আকীদার ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে (এর প্রমাণ হিসেবে) আগের কোনো (আসমানী) কিতাব বা (সবার কাছে) স্বীকৃত কোনো ইলম থেকে তা পেশ কর।	قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

৫. ঐ লোকের চেয়ে বেশি গুমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামতের দিন পর্যন্তও সাড়া দেবে না।[১] বরং তাদেরকে যে ডাকা হয়েছে সে কথা তারা জানেই না।	وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآىِٕهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝৫
৬. (হাশরের ময়দানে) যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন যারা তাদেরকে ডাকত তারা তাদের দুশমন হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে।[২]	وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝৬
৭. যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় এবং সত্য তাদের সামনে এসে যায় তখন কাফিররা বলে যে, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু'।	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝৭
৮. তবে কি তারা বলতে চায় যে, রাসূল নিজেই তা রচনা করে নিয়েছে? (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি যদি নিজেই রচনা করে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তোমরা যেসব কথা বানাচ্ছ তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৩]	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝৮
৯. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, আমি তো রাসূলদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি নই। আর আমি	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِىْ

১. জবাব দেয়ার অর্থ কারো আবেদনের ফায়সালা দান করা। অর্থাৎ, এই উপাস্যদের সেই ক্ষমতা নেই, যার ভিত্তিতে তারা এদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদনের উপর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২. অর্থাৎ, তারা পরিষ্কারভাবে বলে দেবে, 'আমরা কখনো তাদেরকে এ কথা বলিনি যে, তোমরা সাহায্যের জন্য আমাদেরকে ডাক ও দো'আ করতে থাক; আমরা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করব। আর আমরা এ কথা জানিও না যে, এরা আমাদের কাছে দো'আ করত। তারা নিজেরাই অনুমান করে নিয়েছিল যে, আমরা তাদের অভাব পূরণকারী। তারা নিজেরাই আমাদের ডেকে দো'আ করত।

৩. আয়াতের এ অংশের দুরকম অর্থ প্রকাশ পায়। প্রথম অর্থ– প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার দয়া ও ক্ষমাগুণের কারণেই এসব লোক আল্লাহর কালামের প্রতি মিথ্যারোপ করতে এতটুকুও সংকোচবোধ না করে তারা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। কেননা, দুনিয়ার মালিক আল্লাহ যদি নির্দয় ও কঠোর হতেন তাহলে এমন দুঃসাহসীরা একটি নিঃশ্বাসের পর আরেকটি নিঃশ্বাস নেয়ারও সুযোগ পেত না। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– হে যালিমরা! এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও। আল্লাহ তাআলার করুণার দুয়ার তোমাদের জন্য এখনো খোলা আছে এবং এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করছ তা মাফ হতে পারে।

مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۖ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٩

জানি না যে, আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে। আমি তো শুধু ঐ ওহী মেনে চলছি, যা আমার উপর নাযিল হয়।[১] আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠

১০. (হে রাসূল! আরো) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি এ কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তা মানতে অস্বীকার কর (তাহলে তোমাদের কী দশা হবে?)। এ ধরনের এক কালামের পক্ষে তো বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী[২] সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান এনেছে, আর তোমরা অহঙ্কারে ডুবে রইলে। আল্লাহ এমন যালিমদেরকে হেদায়াত করেন না।

রুকূ'-২

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۖ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝١١

১১. কাফিররা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে যে, যদি (এ কিতাবকে মেনে নেয়া সত্যিই) কোনো ভালো কাজ হতো তাহলে তারা এ বিষয়ে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না।[৩] যেহেতু তারা এ থেকে হেদায়াত পেল না, সেহেতু তারা বলবে যে, এটা তো পুরনো মিথ্যা (কাহিনী)।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۖ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝١٢

১২. অথচ, এর আগে মূসার কিতাব পথের দিশারি ও রহমত হিসেবে এসেছিল। আর এ কিতাব আরবী ভাষায় এরই সত্যতা প্রকাশ করছে, যাতে (এ কিতাব) যালিমদেরকে সাবধান করে দেয় এবং সৎ লোকদেরকে সুসংবাদ দান করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝١٣

১৩. নিশ্চয়ই যারা বলেছে, 'আল্লাহই আমাদের রব', তারপর এ কথার উপর মযবুত রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশানও হবে না।

---

১. অর্থাৎ প্রথমে যেমন সকল রাসূলই মানুষ হতেন এবং আলাহর গুণ ও ক্ষমতায় তাদের কোনো অংশ ছিল না, আমিও তেমনি একজন রাসূল।

২. এখানে সাক্ষীর অর্থ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়; বরং বনী ইসরাঈলের একজন সাধারণ ব্যক্তি। এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– কুরআন মাজীদ তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা এমন কোনো অপরিচিত অদ্ভুত জিনিস নয়, যা এই প্রথমবার দুনিয়ায় তোমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। যাতে তোমরা এ ওযর করতে পার যে, 'আমরা এমন অদ্ভুত কথা কেমন করে মেনে নিতে পারি, যা মানবজাতির সামনে এর আগে কখনো পেশ করা হয়নি।'

৩. তাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– গুটিকতক সাধারণ লোক এই কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা যদি কোনো ভালো কাজ হতো, তাহলে আমাদের মতো বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে কেমন করে পেছনে পড়ে থাকত?

أُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. এসব লোকই বেহেশতের অধিকারী। চিরদিন তারা সেখানে থাকবে। তারা (দুনিয়ায়) যেসব আমল করছিল এটা তারই বদলা।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

১৫. আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে পেটে রেখেছে, কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং তাকে পেটে বহন করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে তারপর যখন সে পূর্ণ যৌবন লাভ করল এবং চল্লিশ বছরে পড়ল তখন সে বলল, হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যেন আমি ঐসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছেন এবং যেন আমি এমন নেক আমল করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার সন্তানদেরকেও নেককার বানিয়ে আমাকে সুখী করুন। আমি আপনার নিকট তাওবা করছি এবং আপনার অনুগত বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমি তাদের সবচেয়ে ভালো আমলগুলো কবুল করি এবং তাদের মন্দ কাজগুলোকে মাফ করে দিই। এরাই বেহেশতী লোকদের মধ্যে শামিল হবে ঐ সত্য ওয়াদা মোতাবেক, যা তাদের সাথে করা হচ্ছিল।

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. (এমন লোকও আছে) যে তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছ যে, আমাকে (কবর থেকে আবার) বের করা হবে। অথচ, আমার আগে বহু পুরুষ (প্রজন্ম) গত হয়ে গেছে (তাদের মধ্যে তো কেউ উঠে আসেনি)। তখন (বাপ-মা) দুজনেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে, ওরে হতভাগা! একীন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এসব পুরনোকালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ

১৮. এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর আযাবের ফায়সালা হয়ে গেছে। এদের আগে জিন ও